সিরোসিস অফ লিভার

লিভার সিরোসিসকে সহজ ভাষায় বলা যায় ছোট, শক্ত, এবং কম ক্ষমতা সম্পন্ন লিভার। বিভিন্ন কারণে লিভারের কোষ মারা গেলে তার জায়গায় ফাইব্রোসিস তৈরী হয়। ফাইব্রোসিস অকাজের কোষ দিয়ে তৈরী হয়। এই ফাইব্রোসিসের কারণে লিভার শক্ত হয়ে যায়। লিভার শক্ত হওয়ার ফলে লিভার এবং খাদ্যনালীর শিরায় রক্ত চাপ বেড়ে যায়। একে পোর্টাল হাইপারটেনশন বলে। পোর্টাল হাইপারটেনশন -এর জণ্য খাদ্যনালীর এবং পাকস্থলীর কিছু শীরা মোটা হয়ে যায়। এদের ভ্যারীক্স বলে।

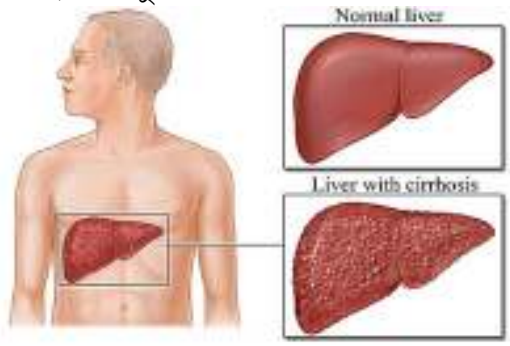

সিরোসিস কি কারণে হয়?

সিরোসিস বিভিন্ন কারণে হয়। হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি এবং অতিরিক্ত মদ্যপান হল অন্যতম কারণ। এছাড়া উইলসন ডিজিজ, আটোইমিউন হেপাটাইটিস, এবং ফ্যাটি লিভার থেকেও সিরিসিস হতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে সিরোসিসের একটি অন্যতম কারণ হল ফ্যাটি লিভার বা নন আ্যলকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ। ওবেসিটি, ডায়বেটিস (মধুমেহ), হাইপারলিপিডেমিয়া থাকলে ফ্যাটি লিভারের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড, রেডমিট বা চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়ার ফলে লিভারে ফ্যাট জমা হয়। ফ্যাটি লিভারের সমস্যা আমাদের দেশেও বেড়ে চলেছে।

সিরোসিসের লক্ষণগুলি কি কি?

এই রোগের প্রথম পর্যায়ে কোন লক্ষণ নাও থাকতে পারে বা অনেক সময় সাধারণ উপসর্গ দেখা যায়।
জন্ডিস হওয়া, পেটে জল জমা, পা ফুলে যাওয়া - এগুলি হল সিরোসিসের প্রধাণ লক্ষণ।
ভ্যারীক্স ফেটে রক্তবমি বা কালো পায়খানা নিয়ে ভর্তি হতে পারেন।
অনেক সময় রুগি আচ্ছন্ন বা অজ্ঞান হয়ে যায়।
উপসর্গ না থাকলে প্রথম পর্যায়ে রোগ ধরা খুব কঠিন। অনেক সময় অন্য কোন কারণে সোনোগ্রাফি বা এন্ডোস্কোপি করলে অথবা গলব্লাডার অপারেশনের সময় এই রোগ ধরা পড়তে পারে। এই রোগের একটি উপসর্গ হল পেটে জল জমা। তাই পেটের জল পরীক্ষা করলে রোগ নির্ণয় সম্ভব হয়। এন্ডোস্কোপিতে ভ্যারীক্স পাওয়া গেলে রোগ নির্ণয় সম্ভব হয়। প্রথম পর্যায়ে রোগ নির্ণয় অনেক সময় কঠিন হয়ে ওঠে, সেক্ষেত্রে লিভার বায়োপ্সি করে রোগ নির্ণয় সম্ভব হয়। কিন্তু লিভার বায়োপ্সি নিয়মিত করা হয় না।

Dr S B Daschakraborty. MBBS, MD, DM (Gastro)
Consultant Gastroenterologist, Hepatologist & Endoscopist

সিরোসিস হলে কি কি করা উচিত?

সিরোসিস রোগ নিশ্চিত হলে রোগের কারণ খুঁজতে হয়। রোগের পর্যায় জানার জন্য লিভার ফাংশন টেস্ট, পি টাইম, এন্ডোস্কোপি করা হয়। অ্যালকোহলের কারণে সিরোসিস হলে মদ্যপান একেবারে বন্ধ রাখতে হবে। হেপাটাইটিস-বি বা সি হলে তার চিকিৎসা করা দরকার।

হেপাটাইটিস-বি বা সি -এর চিকিৎসা করলে লিভারের ক্ষতি অনেক সময় আর বাড়ে না এবং রোগের উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ফ্যাটি লিভার ধরা পড়লে সতর্ক হন। ওজন কমান। নিয়মিত শরীর চর্চা করুণ বা সকাল বিকাল হাটুন। অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড বা চর্বি জাতীয় খাবার বন্ধ করুণ।

ভ্যারীক্স ফেটে রক্তবমি বা কালো পায়খানা হলে ভ্যারীক্স রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেধেঁ দেওয়া হয়। ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। দুই থেকে তিন বার এভাবে বেধেঁ দিলে শিরাগুলি ছোট হয়ে যায়।

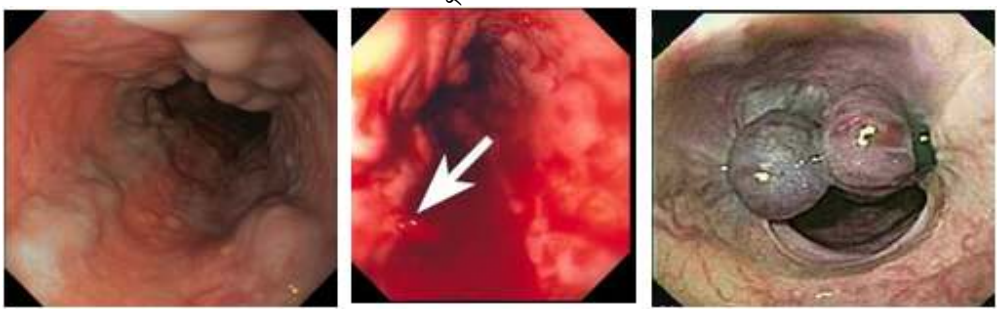

কোষ্ঠকাঠিন্য হলে সিরোসিসের কিছু সমস্যা বেড়ে যায়। এর ফলে রোগী আচ্ছন্ন বা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। সেজন্য ঔষধ দিয়ে নিয়মিত পায়খানা করানো প্রয়োজন।

লিভার একেবারে খারাপ হয়ে গেলে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সব থেকে ভাল চিকিৎসা। সেক্ষেত্রে ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ রোগী ৫-৭ বছর বাঁচতে পারেন।

কিছু নিয়ম মানলে এবং সজাগ থাকলে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। হেপাটাইটিস-বি এর টিকা নিয়ে নিন। পারলে অ্যালকোহল থেকে দুরে থাকুন। মাত্রা ছাড়া অ্যালকোহল কোনমতেই নয়।

ডা: সুনীলবরণ দাশচক্রবর্তী
ডি. এম (গ্যাসট্রো) (এস. জি. পি. জি. আই)
কনস্যালট্যান্ট গ্যাসট্রোএনটেরোলজিস্ট
৯৮৩৬৬২৫৮৮৯

Dr S B Daschakraborty. MBBS, MD, DM (Gastro)
Consultant Gastroenterologist, Hepatologist & Endoscopist